প্রাক্তনী ৭৩-এর পথচলা ও সুবর্ণ জয়ন্তীর উদযাপন

বিগত ২০২৩ শে আমরা আমাদের স্কুল ছাড়ার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করেছি। আজ মনে পড়ে বছর পনের আগে আমাদেরই কয়েকজনের সাদামাটা যোগাযোগ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল তা এই ১৫ বছরে ধীরে ধীরে রূপ পেয়েছে প্রাক্তনী ৭৩-এর এক আন্তরিক অর্থবহ উদ্যোগে। যে স্কুল আমাদের জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছে, তাকে সামান্য হলেও কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ, শত প্রতিকুলতার মধ্যেও পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি বলে আজ মনে হয়।

শুরুটা যেভাবে হয়েছিলঃ পাস করার তিন দশকেরও বেশি পর, আমরা কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে আবার যোগাযোগ শুরু করি। তখনকার আড্ডা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করে স্কুলের জন্য ভালো কিছু করার দিকে। ২০০৯ অক্টোবরে এক রবিবারের সকালে আমাদের কয়েকজনের নিতান্তই সাধারন আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের 'প্রাক্তনী ৭৩' এর যাত্রা শুরু হয়। সেই দিনই প্রথম আমরা সিদ্ধান্ত নিই নিজেদের উদ্যোগে আমাদের অকাল প্রয়াত বন্ধুদের স্মরণে বই পুরস্কার দেওয়ার। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় মাধ্যমিকে সেরা স্কুলের তিনজন ছাত্রকে। ছোট হলেও এই উদ্যোগটাই আমাদের আজকের এই দীর্ঘ পথচলার প্রথম ধাপ।

এক ঐতিহ্য গড়ে তোলার পালাঃ ২০১০ সালে আমরা প্রথম এই ধরণের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। সময়ের সাথে সাথে আমরা অন্যান্য বিষয় এবং অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রদেরও এই পুরস্কারের আওতায় আনতে শুরু করি। ২০১৫ সাল নাগাদ, আমাদেরই এক সহপাঠীর আর্থিক আনুকুল্যে আমরা বিভিন্ন কৃতি ছাত্র দের উচ্চশিক্ষার বই পুরস্কার হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এছাড়া পরলোকগত শিক্ষক শ্রী অজিত ঘটক, শ্রী বরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রী কাশীনাথ ত্রিপাঠী, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরিমল চক্রবর্তী, সলিল ঘোষ-এর মতো পরলোকগত সহপাঠীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেও আমরা স্কলারশিপ দেওয়া শুরু করি। গত বছর আমাদের প্রিয় শিক্ষক শ্রী মৃত্যুঞ্জয় খাঁ'র এক আবেগঘন অবদানে আমাদের সময়কার প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় শ্রী সত্যানন্দ প্রামাণিক-এর নামে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও একটি পুরস্কার। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে অনুষ্ঠান করতে না পারলেও, স্কুলের প্রধান এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সহায়তায় আমরা ছাত্রদের কাছে বই ও পুরস্কার পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে পেরেছিলাম। এজন্য আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি, অন্য ব্যাচের কিছু প্রবাসী প্রাক্তনী - তাঁদের শিক্ষকদের স্মরণে পুরস্কার পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন যা আমরা আজও সুনামের সঙ্গে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনা করে চলেছি।

শিক্ষক সংবর্ধনা: ২০২৩ সালে, স্কুল ছাড়ার সুবর্ণজয়ন্তী বছরে, আমরা আমাদের সময়কার শিক্ষক দের সন্ধান করতে থাকি এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের কয়েকজনের সন্ধান পেয়ে এক ঘরোয়া পরিবেশে তাঁদের সংবর্ধনা জানাই। তাঁদের এবং আমাদের দুইয়ের কাছেই এটি হয়ে উঠেছিল এক আবেগঘন স্মরণীয় অনুষ্ঠান। আমরা ভুলিনি যে তাঁদের হাতে গড়া মূল্যবোধই আজও আমাদের পথ দেখায়।

আজ আমরা বিনম্র চিত্তে আরও স্মরণ করি আমাদের প্রিয় সহপাঠী দেবু (দেবব্রত চৌধুরী) কে। 'প্রাক্তনী ৭৩' 'র লোগোটি দেবুই ডিজাইন করেছিল এবং আমাদের অনেক কর্মকাণ্ডের সাথেই দেবু ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল। দেবু ছাড়াও এই পুরস্কার বিতরনের মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর স্মরন করি আমাদের আরও সব সহপাঠীদের, যারা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

স্কুলের প্রতি আমাদের ঋণঃ হিন্দু স্কুল, কলকাতার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে শিক্ষার পাশাপাশি বাংলার নবজাগরণের পথপ্রদর্শক। আমাদের সময় এটি ছিল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির মধ্যে একটি। এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা ঋণী, শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য নয়। যে নৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের ভিত আমাদের আজও পথ দেখায় — দেশে হোক বা বিদেশে বা জীবনের নানা পথে, তা এই স্কুল থেকেই আমাদের পাওয়া। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রী শুভ্রজিৎ দত্ত'র কাছে, যিনি নিজেও এই স্কুলের ই একজন প্রাক্তনী। তাঁর আন্তরিক সহায়তা ছাড়া আমাদের এই যাত্রাপথ অনেক কঠিন হতো।

বন্ধুত্বের কালজয়ী বন্ধনঃ সুখে দুঃখে এই বন্ধুত্বের পরিধি আমাদের এক নিরন্তর শক্তির উৎস। স্কুলের বন্ধুত্ব যে কত গভীর ও চিরকালীন—আমাদের এই যৌথ পথচলা তার প্রমাণ।

আগামীর পথেঃ আজ আমাদের স্কুল ছাড়ার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমাদের স্বপ্ন আর আশা এই যে, আগামী প্রজন্মের প্রাক্তনীরা ভালবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের এই উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে যাবে আরও অনেক দূর।

পরিশেষে, আমাদের সন্মানীয় সভাপতি মহাশয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সন্মানীয় অতিথি, অভ্যাগত, উপস্থিত প্রেস ও মিডিয়ার লোকজন এবং অতি অবশ্যই স্কুলের সব শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয়তু হিন্দু স্কুল। জয়তু প্রাক্তনী ৭৩।